SUBJECT: HUMAN DEVELOPMENT (HONOURS)

SEMESTER: 4th

COURSE CODE: HMDACOR10T

ASSIGNED TOPIC:

TOPIC- 1.

Family Welfare- Definition, Objectives and Philosophies.

ASSIGNED TO:

DR. MAYURAKSHEE GANGOPADHYAY
Assistant Professor
Department of Human Development
Dum Dum Motijheel College

M.4

প্রশ্ন: ১। পরিবার কল্যাণ বা পরিবার উন্নয়ন বলতে কি বোঝো? পরিবার কল্যাণের উদ্দেশ্যগুলি আলোচনা কর।

→ ■ পরিবার যে কোনো সমাজের প্রাথমিক প্রতিষ্ঠান হওয়ায় পরিবারের উন্নয়ন ও কল্যাণ বিষয়ে ভাবনা ও ব্যবস্থাপনা জরুরী। পরিবার কল্যাণ পরিষেবার উদ্দেশ্য হলো স্বাচ্ছন্দ্য পারিবারিক জীবন সুরক্ষিত করা, অর্থাৎ একটি সামাজিক পরিষেবা যা পরিবারের সার্বিক উন্নয়নকে সুনিশ্চিত করার লক্ষ্যে কাজ করে তাকেই পরিবার কল্যাণ বা পরিবার উন্নয়নমূলক পরিষেবা বলা হয়।

1951 সালে পরিবার কল্যাণ কর্মসূচীর সূচনা হয়, তারপর 1977 সালে ভারত সরকার National Family Planning Programme-র নাম বদলে National Family Welfare Programme করেন ও Ministry of Health and Family Planning-র নাম পরিবর্তিত হয়ে Ministry of Health and Family Welfare হয়। ভারতবর্ষ পৃথিবীর সর্বপ্রথম রাষ্ট্র যে পরিবার কল্যাণকে সরকারী গুরুত্ব দিয়েছে।

জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের ওপর পরিবারের কল্যাণ কর্মসূচীতে

প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। শিক্ষা, স্বাস্থ্য; পুষ্টি, শরণার্থী, নারী কল্যাণ ও অর্থনীতির, বাসস্থান; পানীয় জলের ব্যবস্থা ইত্যাদি পরিবার কল্যাণ কর্মসূচীর অন্তর্গত।

■ উদ্দেশ্য :

১. পরিবারের পরিকল্পনা বিষয়ে যত্নশীল হতে মানুষকে সচেতন করা যাতে শিশুদের ওপর গুরুত্ব সঠিকভাবে দেওয়া সম্ভব।

২. প্রত্যেক পরিবারের কাছে পরিবার পরিকল্পনার গুরুত্ব পৌঁছে দেওয়া অর্থাৎ সচেতন করা।

৩. পরিবারের আয়তন ক্ষুদ্র থাকার সুবিধা সম্পর্কে সচেতনতা তৈরি করা।

৪. গর্ভনিরোধকের ব্যবহার সম্পর্কে সচেতনতা জাগরণ করা ও গর্ভনিরোধক গ্রামাঞ্চলেও পৌঁছে দেওয়া।

৫. চিকিৎসামূলক সকল পরিষেবা প্রদান করা।

৬. সরকারী কাজে সহায়তার জন্য স্থানীয় কমিটি গঠন ও স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার অন্তর্ভুক্তি।

৭. গর্ভস্বাস্থ্য পরিষেবা প্রদানের উদ্দেশ্যে জনসংযোগ স্থাপন।

৮. পরিবারে মৃত্যুর হার প্রতি হাজারে ৯০ থেকে ৬০ তে কমানো।

৯. দম্পতিদের সুরক্ষার হার ৪৩.৩ % থেকে ৬০ % এ বৃদ্ধি করা।

১০. পরিবারের গড় আয়তন ৪.২ থেকে ২.৩ এ আনা।

১১. প্রতি ১০০০ টি শিশুর জন্মের নিরিখে শিশুমৃত্যুর হার ৭৯ থেকে ৬০.৩ নিয়ে আসা।

উল্লেখিত উদ্দেশ্যগুলি সফল করার জন্য পরিবার কল্যাণ বা পরিবার নিয়ন্ত্রণের কিছু পদ্ধতি আছে। এই প্রয়োগ পদ্ধতিগুলি পরিবার কল্যাণের উদ্দেশ্যকে বুঝতে আরও সহায়তা করবে।

i) Integration with Heath service (স্বাস্থ্য পরিষেবার সঙ্গে সংযুক্তি বা সংযোগ):

পরিবার কল্যাণমূলক পরিষেবাগুলি একাকী বা স্বতন্ত্রভাবে কাজ না করে সামগ্রিক স্বাস্থ্য পরিষেবার সঙ্গে মিলিতভাবে কাজ করলে বৃহত্তর ক্ষেত্রে পরিবার কেন্দ্রীক সমস্যাগুলি চিহ্নিত করা সম্ভব হবে।

ii) Integration with maternity and child health (মাতৃত্ব ও শিশু স্বাস্থ্যের সঙ্গে সংযোগ):

পরিবার কল্যাণ কর্মসূচী গুলি মাতৃত্ব ও শিশু স্বাস্থ্য পরিষেবার সঙ্গে সুষ্ঠুভাবে সংযুক্ত হয়ে- মাতৃত্বকালীন যত্ন; মাতৃত্ব পরবর্তী সময়ের যত্ন, ভ্রূণস্থ রক্ষণ, গর্ভপাত; গর্ভনিরোধক ঔষধি বিষয়ে সচেতনতা জাগানোর কাজ করছে

iii) Working in Rural Area (গ্রামাঞ্চলে কাজ):

পরিবার কল্যাণ পরিষেবা ব্যাপকভাবে গ্রামাঞ্চলের মানুষের সঙ্গে কাজ করছে। প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র গুলির সঙ্গে যৌথ ভাবে সামগ্রিক চিকিৎসা ও স্বাস্থ্য বিধি বিষয়ে জেলা, ব্লক ও কেন্দ্রস্তরে কাজ করছে।

iv) Literacy (শিক্ষা):

পরিবার কল্যাণ পরিষেবা শিশু শিক্ষা, বিশেষত নারী মেয়েদের শিক্ষা নিয়ে কাজ করছে, যাতে পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ে শিক্ষিত মানসিকতা তৈরি করা সম্ভব হয়।

(v) Breast feeding Awareness (মাতৃদুগ্ধ বিষয়ে সচেতনতা)

মাতৃদুগ্ধ খাওয়ানোর উপকারিতা বিষয়ে মহিলাদের মধ্যে সচেতনতা প্রসার করা জরুরি, দেখা গেছে যে, প্রতি বছর কম করে পাঁচ লক্ষ শিশু মৃত্যু মাতৃদুগ্ধের সঠিক প্রয়োগে আটকানো সম্ভব, কারণ শিশুদের অপুষ্টির কারণে মৃত্যুর পরিসংখ্যান প্রচুর।

(vi) Rising the age of marriage (বিবাহের বয়স বাড়ানো)

শিশু ও পরিবার কল্যাণ দপ্তরের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল পরিবার পরিকল্পনা সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করার উদ্দেশ্যে বিবাহের বয়সকে পরিবর্তনশীল করা। বর্তমান বিবাহের বয়স ছেলেদের ক্ষেত্রে ২২ ও মেয়েদের ক্ষেত্রে ১৮ হওয়ায় কিছুটা পরিমাণ হলেও পরিবার পরিকল্পনাকে বাস্তবিক সচেতনতার আওতায় আনা সম্ভব হয়েছে।

(vii) Minimum Need Programme (ন্যূনতম চাহিদামূলক পরিষেবা):

পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা অনুযায়ী পরিবারের আর্থিক অবস্থার উন্নতি করা আবশ্যক, আর্থিক অবস্থার স্থিতিশীলতা ও উন্নতির সঙ্গে সামগ্রিক পারিবারিক কল্যাণ সম্পর্কযুক্ত।

(viii) Incentive (উৎসাহ ভাতা):

দারিদ্র্য জর্জরিত পরিবার গুলিকে পরিবার পরিকল্পনার জন্য উৎসাহ ভাতা প্রদান করা প্রয়োজন, তবে এই কথাটি খুব ভালোভাবে এখনও প্রয়োগ করা হয়নি, তাই সেখানে ঐ পরিবারগুলি এগিয়ে আসতে পারে পরিবার পরিকল্পনায় সুষ্ঠুভাবে অংশগ্রহণ করতে তাদের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

বৈচিত্রিক উদ্দেশ্যমূলক প্রয়োগপদ্ধতি পরিবার কল্যাণের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয় যা সামগ্রিক পরিবার উন্নয়নে সাহায্য করে।

HMDA CORLOT

SEM-IV

M-4.

TOPIC-I

Q. ২। পরিবার কল্যাণ বা পরিবার উন্নয়নের দর্শন সম্পর্কে একটি প্রবন্ধ লেখো।

অথবা পরিবার কল্যাণের দার্শনিক ভিত্তি বিষয়ে আলোচনা করো।

(Write an article on philosophy behind family welfare. or. Discuss the philosophical foundation of family welfare).

→ পরিবার কল্যাণের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে শিশুকল্যাণ সম্পর্কযুক্ত, কারণ পরিবারই শিশুকে যত্ন, সুরক্ষা ও নিরাপদ আশ্রয় প্রদান করে, শিশুদের বিকাশোপযোগী পরিবেশ তৈরি করা প্রত্যেক পরিবারের কর্তব্য, তাই শিশু কল্যাণ পরিষেবা ও পরিবার কল্যাণ পরিষেবা পরস্পর নির্ভরশীল।

পরিবার ও শিশু কল্যাণের শর্ত বা নীতি:

i) জাতির সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ হিসাবে শিশুদের সুরক্ষা প্রদান।

ii) নিরাপত্তা, স্বাস্থ্য ও সুষ্ঠ সাংস্কৃতিক পরিবেশ প্রদান করা।

iii) নৈতিবাচক আত্মপরিচয় গঠনে সহায়তা করা।

iv) পরিবার ও শিশু কল্যাণমূলক আইনের প্রয়োগ করা।

v) শিক্ষার বিস্তার ও নারীশিক্ষার প্রতি বিশেষ যত্নবান হওয়া।

vi) বিভিন্ন পরিষেবা প্রদানের জন্য প্রয়োজনীয় জনসংযোগ স্থাপন।

দার্শনিক ভিত্তি বা দার্শনিক ক্ষেত্র :

i) Family focused Philosophical Dimension (পরিবার কেন্দ্রীক দার্শনিক ভিত্তি) :

এই দর্শনে পরিবার কল্যাণ ব্যবস্থাকে সম্পূর্ণ রূপে পরিবার কেন্দ্রীক হতে বলা হয়েছে। কারণ পরিবারের নিজস্ব ও সীমাবদ্ধতা আছে যেগুলিকে চিহ্নিত করে পরিবার কল্যাণ মূলক পরিষেবা প্রদান করা যাবে, বিশেষ করে বেজাতি পরিবারগুলির চাহিদা অনুধাবন করা অত্যন্ত জরুরি হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

ii) Culturally Competent Philosophical Dimension (সাংস্কৃতিক উপাদান ভিত্তিক দার্শনিক ভিত্তি):

সাংস্কৃতিক উপাদান অনুযায়ী ভারতবর্ষে পরিবারব্যবস্থা ও শিশু-প্রতিপালন ব্যবস্থায় বহু বিচিত্রতা লক্ষ্য করা যায়। পরিবার কল্যাণ কর্মসূচীর যথাযথ প্রয়োগের জন্য এই সাংস্কৃতিক উপাদানগুলিকে বোঝা অত্যন্ত প্রয়োজন। সেখানে দার্শনিক তত্ত্বগুলির ভিত্তিতে সাংস্কৃতিক বিষয়গুলির ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয় যেগুলি হল —

a. বিচিত্রতা বিষয়ে ধারণা ও গ্রহণ
b. নিজের সংস্কৃতি বিষয়ে সচেতনতা
c. 'পার্থক্যের গতিশীলতা' সম্পর্কে ধারণা
d. সাংস্কৃতিক জ্ঞান-অর্জন
e. পারিবারিক সদস্যদের নিজস্ব সংস্কৃতির সঙ্গে অভিযোজনের মাধ্যমে তার সাংস্কৃতিক ভিত্তি বোঝা।

iii) Community Based Philosophical Dimension (সম্প্রদায়গত দার্শনিক ভিত্তি):

প্রত্যেক সম্প্রদায়ের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ও নিজস্ব অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ কাঠামো থাকে, সেই বিষয়গুলি বোঝা ও তার সাথে মিশে পরিবার কল্যাণের কাজকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া প্রয়োজন।

iv) Accessible Philosophical Dimension (সুলভ দার্শনিক ভিত্তি):

পরিবার ও শিশু কল্যাণ পরিষেবা সুলভে পরিবারের কাছে পৌঁছে দিতে হবে। সেই অনুযায়ী উপযুক্ত সুলভ পরিষেবামূলক পরিকাঠামো গঠন করতে হবে।

v) Individualized Philosophical Dimension (ব্যক্তিকেন্দ্রীক দার্শনিক ভিত্তি):

প্রত্যেক পরিবার স্বতন্ত্র, তার চাহিদাও তাই স্বতন্ত্র। পরিবার ও শিশু কল্যাণ পরিষেবার এই কার্য ব্যক্তিকেন্দ্রীক পরিকাঠামো প্রণয়ন যেখানে প্রত্যেক পরিবার নিজ নিজ সমস্যার সমাধানের পরামর্শ পাবে ও উপযুক্ত পরিষেবাগুলি পাবে, তাহলে পরিবারটির সার্বিক কল্যাণের কাজটি নির্দিষ্ট ও বিশেষভাবে প্রয়োগ করা সম্ভব হবে।

vi) Least Restrictive Philosophical Dimension (ন্যূনতম সীমাবদ্ধতামূলক দার্শনিক ভিত্তি):

পরিবার কল্যাণ পরিষেবায় কোনো সীমাবদ্ধতা থাকা

উচিত নয়, কারণ পরিবার কল্যাণ ব্যবস্থা তৈরি হয়েছিলো যে কোনো বিপদজনক অবস্থায় শিশুর পরিবারের সুরক্ষা, নিরাপত্তা, যথাযথ পরিবার পরিকল্পনা, স্বাস্থ্য, পুষ্টি, শিক্ষা, উপার্জন ইত্যাদি সুষ্ঠভাবে পরিচালনা করার জন্য। তাই পরিবার কল্যাণ ব্যবস্থা ও শিশু কল্যাণ পরিষেবার কোনো সীমাবদ্ধতা থাকা উচিত নয়।

vii) **Accountable Philosophical Dimension (দায়বদ্ধ দার্শনিক ভিত্তি):**

উন্নততি পরিবারগুলির উন্নয়ন তাদের চাহিদা অনুযায়ী যাতে হয় সে ব্যাপারে পরিবার কল্যাণ পরিষেবাগুলি দায়বদ্ধ থাকবে।

viii) **Community Collaboration - Philosophical Dimension (সম্প্রদায় সহাবস্থানমূলক দার্শনিক ভিত্তি):**

একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সামনে রেখে পারিবারগুলিকে সামগ্রিক সম্প্রদায়গত চাহিদা, প্রয়োজনীয়তা, ও সাধ্য অনুযায়ী সহাবস্থানমূলক পরিষেবা পৌঁছে দিতে হবে, তার জন্য সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সংযোগস্থাপন করতে হবে।

ix) **Spirituality-Based Philosophical Dimension (আধ্যাত্মিক দার্শনিক ভিত্তি):**

পরিবার কল্যাণের অন্যতম দার্শনিক অবস্থান হল - এটি প্রতিটি পরিবারের নিজস্ব সংস্কৃতি, ঐতিহ্য, ধর্মবিশ্বাস ইত্যাদির প্রতি যত্নশীল থাকবে। পরিবারের শিশুদের কল্যাণের জন্যও এই একইভাবে একটি আদর্শ তারা তৈরি করবে।

৯) Technical Assistance Philosophy
(প্রযুক্তিগত সহায়তার দার্শনিক ভিত্তি):

দক্ষ সমাজ কর্মী নির্ভর ও প্রযুক্তিগত সহায়তা সহ পরিবার কল্যাণের কাজে যোগদান করতে হবে, প্রয়োগমূলক প্রযুক্তি, আঞ্চলিক পরিষেবা, তথ্য ও প্রযুক্তিগত পরিষেবা ইত্যাদি একত্রে প্রয়োজন অনুযায়ী প্রয়োগ করে পরিবার কল্যাণের কাজকে আঞ্চলিক থেকে সামগ্রিক করে তুলতে হবে যাতে জেলা, রাজ্য ও রাষ্ট্রীয় স্তরে পরিবার কল্যাণ পরিষেবা পৌঁছে যেতে পারে।

উপরিউক্ত দার্শনিক ভিত্তি বা কর্মদর্শন অনুযায়ী পরিবার ও শিশু কল্যাণ কর্মসূচী ও পরিষেবাগুলি তৈরি হয়।